মেহেরপুরে দু-জনের করোনা জয়ের গল্প

জাহাঙ্গীর হোসেন নিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গাতে হলেও বসবাস করতেন মুজিবনগর উপজেলার বল্লবপুর গ্রামে। তিনি পেশায় একজন ব্রাককর্মী। গত ২২ এপ্রিল মেহেরপুরের প্রথম করোনা পজিটিভ হিসেবে তাকে সনাক্ত করা হয়। মাত্র ১৪ দিনেই মারাত্মক করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করে এখন তিনি পুরোপুরি সুস্থ্য।

গত ৮ মে মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীর হোসেনের নুমুনা পাঠাই পরিক্ষার জন্য। সে পরিক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। নিশ্চিত হওয়ার জন্য পুনরায় নমুনা পাঠানো হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ আসে। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ জাহাঙ্গীরকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্য ঘোষনা করে।

করেনা জয়ের গল্প শোনাতে গিয়ে জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ২২ এপ্রিল প্রথম যখন আমার করোনা পজিটিভ রিপোর্ট আসে তখন আমি একটু নার্ভাস হয়ে গিয়েছিলাম। পরে মনোবল শক্ত করে ডাক্তারি পর্রামর্শ মত একা একা হোম কোয়ারিন্টিনে থাকতাম। নিয়মিত গরম পানি দিয়ে গড়গড়া ও ভিটামিন যুক্ত খাবার খেতাম। সবসময় পরিস্কার পরিছন্ন থাকতাম। আমার কাছ থেকে যাতে অন্য কোথাও ভাইরাসটি না ছড়িয়ে পরে সেজন্য মুখে মাস্ক ও হ্যান্ড গ্লোবস সবসময় ব্যবহার করতাম।

আমার স্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা সেই সাথে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ওসমান গনি আমাকে সাহস দিত। হোম কোয়ারিন্টিনে থাকা অবস্থায় সরকারি সকল সুযোগ সুবিধা আমি পেয়েছি। তারা নিয়মিত আমার খোজ খবর রাখতো। আল্লাহর রহমতে খুব অল্পদিনেই আমি করোনা ভাইরাস থেকে মুক্তি পেয়েছি।

অপর একজন হলেন, মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাঁকা গ্রামের রাশেদুল ইসলাম। তিনি মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকায় পলি ফার্মেসীতে ডা. অলোক কুমার এর সহকারী হিসেবে কাজ করতেন। গত ৩০ এপ্রিল রাশেদুল ইসলামের করোনা পজেটিভ রিপোর্ট আসে। এর পর থেকেই তিনি বাড়িবাঁকা নিজ বাড়িতে ঘরোয়া চিকিৎসাতেই মাত্র ১৪ দিনেই জয় করে করোনা ভাইরাসকে।

গত ১৪ মে রাশেদুল ইসলামের নমুনা পরিক্ষার রিপোর্ট নেগেটিভ আসে। পুনরায় পরিক্ষা করা হলে সে রিপোর্টও নেগেটিভ হয়। পরপর দুইবার তার রিপোর্ট নেগেটিভ হওয়ায় মেহেরপুর জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ রাশেদকে আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্য ঘোষনা করে।

করোনা থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়ে রাশেদুল ইসলাম বলেন, আমার করোনা পজিটিভ হওয়ার পর নিজ বাড়িতে হোম কোয়ারিন্টিনে ছিলাম। ভেঙে না পড়ে আত্মবিশ্বাস রেখে শরীরের প্রতি যত্ন নিতাম। নিয়মিত ব্যায়াম করতাম, গরম পানি দিয়ে গড়গড়া করতাম, ভিামিন যুক্ত খাবার খেতাম, ডাক্তারের পরামর্শমত শুধু প্যারাসিটামল ওষুধ খেতাম।

জেলা সিভিল সার্জন নাসিরুদ্দিন বলেন, দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে মেহেরপুরের করোনা পরিাস্থতি বেশ ভালো। এ পর্যন্ত মোট ৭ জন করোনা পজিটিভ রোগী সনাক্ত করেছি। এদের ভিতর মৃত এক ব্যক্তির করোনা পজিটিভ হয় এবং মুজিবনগর ও মেহেরপুর সদরে দুইজন করোনা পজিটিভ রোগী সুস্থ্য হয়েছে।

আমরা জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ যারা করোনা পজিটিভ হয়েছেন তাদের নিয়মিত খোজ খবর রাখছি। সকল সুযোগ সুবিধা তাদের দেওয়া হচ্ছে। সেই সাথে যারা সুস্থ্য হয়েছেন তাদের স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলাচল করার জন্য বলা হয়েছে। আমরা তাদের আনুষ্ঠানিক ভাবে সুস্থ্যতার ছাড়পত্র দিয়েছি।

জীবননগরে তরমুজ ক্ষেত কেটে সাবাড়

পুর্ব শুত্রুতা মুলক ভাবে দিনে দুপুরে প্রান্তিক এক চাষীর ক্ষেতের প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকার তরমুজ দিনে দুপুরে কে বা কাহারা কেটে সাবাড় করে দিয়েছেন। ঘটনাটি ঘটেছে জীবননগর উপজেলার হাসাদাহ ইউনিয়নের কাটাপোল গ্রামে।

জানাযায়, জীবননগর উপজেলার কাটাপোল গ্রামের বারেক মন্ডলের ছেলে সাইদুল ইসলাম পরের জমি বর্গা নিয়ে একটু লাভের আশায় অনেক কষ্ট করে

তরমুজ চাষ করেছিলেন কিন্তুু তার ভাগ্যে তা আর সইলো না।

দিনের বেলাই কে বা কাহারা তার ক্ষেতের প্রায় ৫০ হাজার টাকার তরমুজ কেটে নষ্ট করে মাঠেই ফেলে রেখে গেছেন। এতে করে ঐ প্রান্তিক চাষী সাইদুল ইসলাম আর্থিক ভাবে চরম ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছেন এমনকি তিনি মানুষিক ভাবে ভেঙ্গেও পড়েছেন।

সাইদুল ইসলাম জানান, আমি বিকালে ব্যাক্তিগত কাজে একটু বাজারে গিয়েছিলাম বাজার থেকে এসে আমার ক্ষেতে এসে দেখি কে বা কাহারা আমার এই ক্ষতি করেছেন।

তিনি বলেন, আমার সাথে গ্রামের কারোর কোন শুত্রুতা ছিল না তার পরো কেন আমার এই ক্ষতি করলো। তিনি তার এই ক্ষতির জন্য তদন্ত পুর্বক গ্রাম্ম্য মতোব্বরদের কাছে সুষ্ট বিচার দাবি করেছেন।

বিষয়টি নিয়ে অত্র ইউনিয়ন পরিষদের ইউপি সদস্য আতিকুজ্জামান (সন্টুর) সাথে কথা বললে তিনি বলেন যে, আমি বিষয়টি শুনেছি, কাজটি যারাই করুক না কেন তারা অত্যান্ত ন্যাক্কার জনক কাজটি করেছেন। আমি এই কাজের তিব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাই।

মেহেরপুর পৌরসভার ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে এাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার বিকেলে পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে ৪০০টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে

যে সব খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের মাঝে এই সামান্য উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছি।

তিনি আরও বলেন, যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন আমার পৌর এলাকাতে কেও না খেয়ে থাকবে না।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন পেনেল মেয়র শাহিনুজ্জামান রিটন, ৮নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর রিপন, এছাড়া যুবলীগ নেতাকর্মী।

মেহেরপুরের বাজারে আসছে রসালো লিচু-দাম নিয়ে হতাশাই ব্যাবসায়ীরা

পবিত্র রমজান প্রায় শেষ প্রান্তে। মৌসুমী ফলের মধ্যে সবচেয়ে আকাঙ্খিত ফল আম এখনো আসেনি বাজারে। তবে রোজাদারদের রসনা তৃপ্ত করতে বাজারে আসতে শুরু করেছে আরেক মুখরোচক ফল লিচু।

মেহেরপুরে এবার জ্যৈষ্ঠের ফল লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। চাষীরা এখন ব্যস্ত সময় পার করছেন লিচু আহরন ও বাজারজাত করনে। কিন্তু আশানুরূপ দাম না পাওয়ায় লিচু চাষীদের লোকসান গুনতে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। কোরোনা ভাইরাসের আতঙ্ক আর লকডাউনে পরিস্থিতে মৌসুমী ব্যবসায়ীরা আছেন লোকসানের শঙ্কায়।

লিচু চাষী বিল্লাল, সত্তার, জয়নাল জানান, এ বছর করোনা ভাইরাসের মহামারী ও লকডাউনের কারনে বাহিরের ব্যবসায়ীরা আসছে না। নিজেরাই বাগান পরিচর্যা করছি। শেষ পর্যন্ত খরচ তুলতে পারবো কিনা শঙ্কায় আছি। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে এলাকায় ব্যবসায়ী না আসলে নিজ উদ্যোগে আড়তে নিয়ে লিচু বিক্রি করতে হচ্ছে।

অনেক বাগান মালিক নিজেরাই কীটনাশক প্রয়োগ ও পাহারার ব্যবস্থা করছেন। এতে বাগান মালিকদের ভোগান্তি ও উৎপাদন খরচ বেড়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় এবং সময়মতো বৃষ্টি হওয়ায় এবার লিচুর বাম্পার ফলন হয়েছে। ব্যবসায়ীরাও ভালো লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন।

কিন্তু এখন তাদের কপালে চিন্তার ভাজ।

লিচু ব্যবসায়ী কিতাব বলেন, আড়তে প্রচুর লিচু আসলেও জেলার বাহিরে বাজারজাত করতে না পারায় ন্যায্য দাম পাচ্ছে না চাষীরা। এছাড়াও লিচু ব্যবসায়ী সাজু, বলেন বাজারে দেশীয় জাতের ১০০ লিচু বিক্রি হচ্ছে ৮০ থেকে ১০০ টাকায়। দেশীয় জাতের লিচু দেশের বিভিন্ন জেলায় পাঠানো হয়। কিন্তু লকডাউনের কারণে গাড়ি ও মার্কেট বন্ধ থাকায় লিচু লোকসান দিয়ে বিক্রি করতে হচ্ছে।

বাজার পরিচালক আমজাদ হোসেন বলেন, করোনার কারণে বাহিরে থেকে ব্যবসায়ী না আসায় ন্যায্য মূল্য পাচ্ছে না চাষীরা। গত বছর এ সময় ২০০০ থেকে ২২০০ টাকা পর্যন্ত বিক্রি করা হয়েছিল প্রতি কাউন। তবে গতবছরের তুলনায় এ বছর লিচুর দাম অর্ধেক।

আলমডাঙ্গায় সরকারি ভাবে ধান সংগ্রহের জন্য লটারি

আলমডাঙ্গা খাদ্যগুদামে সরকারি ভাবে কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী প্রত্যেক ইউনিয়ের কৃষক দের কাছ থেকে দরখাস্ত আহবান করলে, তাদের দরখাস্ত মোতাবেক লটারির মাধ্যমে ক্রেতা নির্ধারণ করার জন্য গত বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার দিকে উপজেলা কৃষি অফিসে লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ লিটন আলী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আইয়ুব হোসেন।

তিনি এসময় বলেন, সরকার সরাসরি প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের জন্য ঘোষণা দেন। সেই লক্ষে আমরা উপজেলার সকল ইউনিয়ন ও পৌর সভার কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান ক্রয় করতে চাই। কিন্ত আমাদের লক্ষ মাত্রা ১ হাজার ৩ শত ৮৪ মেঃ টন। মানে প্রত্যেক কৃষক ১ মেঃ টন করে ধান বিক্রয় করতে পারবে। লক্ষ মাত্রার চেয়ে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি হওয়ায় আজ আমরা লটারির মাধ্যমে বিক্রেতা

সিলেকশন করে দেব। তারা নির্ধারিত সময়ে খাদ্যগুদামে ধান সরবরাহ করবেন।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা পৌর মেয়র উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসান কাদীর গনু, ভাইস চেয়ারম্যান অ্যাড. সালমুন আহম্মেদ ডন, উপজেলা কৃষি অফিসার, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার, উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা মোফাখাইরুল ইসলাম, গুদাম রক্ষক মিয়াজান হোসেন, খাদ্যপরিদর্শক রাবিবুল ইসলাম, কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল হোসেন, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার আফাজ উদ্দিন, উপজেলা প্রকল্প কর্মকর্তা এনামুল হক, ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ, আবু সাইদ পিন্টু, পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি, দেলোয়ার হোসেন, সম্পাদক মতিয়ার রহমান ফারুক, প্রেসক্লাবের সম্পাদক হামিদুল ইসলাম, সহ-সভাপতি জামসিদুল হক মুনি, প্রচার সম্পাদক শরিফুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা জেলা মৎস্যজীবী লীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, মিজানুর রহমান, সাইফুর রহমান পিন্টু, সহ শতাধিক কৃষক উপস্থিত ছিল।

লটারি করা হয় মোট ১৩৮৪ মেঃ টন ধান নেওয়া হবে। প্রতি কৃষক ১ টন করে ধান দিতে পারবে।

সাড়ে ৫’শ মানুষকে ‘ফ্রি বাজার’ দিলেন প্রকৌশলী টুটুল

এলাকার কর্মহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে আবারও ‘ফ্রি বাজার’ দিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) আলিমুজ্জামান টুটুল।

শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়া সদর উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নে সাড়ে ৫’শ মানুষকে ‘ফ্রি বাজার’ দেওয়া হয়।

কর্মহীন, অসহায় ও দরিদ্র মানুষের মাঝে চাল, ডাল, আটা, তেল, আলু, পেঁয়াজ, রসুনসহ নিত্য প্রয়োজনীয় নানা পণ্য ও প্রায় ১৫-২০ পদের

সবজি বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) আলিমুজ্জামান টুটুল বলেন, করোনা ভাইরাস প্রাদুর্ভাবে গৃহে আবদ্ধ অসহায় মানুষের মাঝে বিনামূল্যে ভ্রাম্যমাণ মুদি দোকান দিয়ে তাদের সহযোগিতা করার চেষ্টা করি।

তিনি জানান, হজ্বের জন্য জমানো টাকা থেকে এ মানবসেবা শুরু করেছি।

এ কাজে তাকে সার্বক্ষণিক সহযোগিতা করে আসছে তারই হাতে গড়া সংগঠন ‘গ্রীন চাইল্ড’র ৬০ জন স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষার্থী। সাধারণ মানুষকে বিগত একমাস ধরে নিয়মিত সেবা দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এ পর্যন্ত সাত হাজারের অধিক মানুষের মাঝে প্রয়োজনীয় পণ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তিনি।

তিনি আরোও জানান, আজ সকালে সাড়ে ৫’শ মানুষের মাঝে এসব ব্যাগ ভর্তি করে প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে।তিনি বলেন, আমি আমার এলাকার মানুষের কষ্ট দেখে তাদের কষ্ট কিছুটা কমানোর জন্যই এই উদ্যোগ নিয়েছি।

ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও দেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত এ সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা আলিমুজ্জামান টুটুলের। পাশাপাশি নিজ নিজ অবস্থান থেকে সাধ্যমতো অসহায় মানুষের পাশে দাড়াতে সমাজের বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

কাল থেকে কুষ্টিয়ার সকল দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা

কুষ্টিয়া জেলার সকল উপজেলার শপিংমল, দোকানপাট বন্ধ ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন।

শুক্রবার বিকেলে জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেন এ ঘোষণা দেন।

তিনি বলেন, করোনা দুর্যোগকালীন বাজার মনিটরিং কমিটির সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের দেওয়া শর্তসমূহ উপেক্ষা করে মানুষের উপচে পড়া ভিড়, অসচেতনতা ও অবহেলার কারণে যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হওয়ায় এবং পাশ্ববর্তী জেলার লোকজন বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে এ জেলায় আসছে ফলে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ভয়াবহতা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় শনিবার সকাল থেকে পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জেলার সকল উপজেলা পর্যায়ের সকল হাট-বাজার, ব্যবসা কেন্দ্র, দোকান-পাট, শপিংমলসমুহ বন্ধ ঘোষণা করা হলো।

তবে চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট জরুরী সেবাসমুহ ও ঔষধের দোকান ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, কৃষি পণ্য পরিবহনের যানবাহন এর আওতামুক্ত থাকবে।

জেলা প্রশাসক আরও জানান, এ আদেশ অমান্য করলে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে আধা মিনিটে ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ ১৫টি বাড়ি ও দোকান

মেহেরপুরে তান্ডব চালিয়েছে কাল বৈশাখী ঝড়। আকস্মিক ঝড়ে ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে ১২ থেকে ১৫টি বাড়ি ও দোকান। উড়ে গেছে ঘরের টিন। ভেঙ্গে পড়েছে গাছ পালা।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত সাড়ে ১১টার দিকে গাংনী উপজেলার বামন্দী গ্রামে কাল বৈশাখী ঝড়ে আধা মিনিটের তান্ডবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এসব বাড়ি ঘর।

স্থানীয়রা জানিয়েছে, রাত সাড়ে ১১টার দিকে হঠাৎ করে ঝড় শুরু হয়। ঝড়ের গতি এতটায় তীব্র ও শক্তিশালী যে কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘর বাড়ি দোকান পাট ও গাছপাড়া ভেঙ্গে যায়। রাত থেকে বন্ধ রয়েছে

বিদ্যুৎ ব্যবস্থা।

ক্ষতিগ্রস্থদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্ন আয়ের দিনমুজুর ও দরিদ্র পরিবার।

দামুড়হুদাসহ বিভিন্ন জায়গায় সেনাবাহিনীর ত্রাণ বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ও কুড়ুলগাছিতে করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে সেনাবাহিনী সদস্যরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ত্রাণ সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেছে।

বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা ও কুড়ুলগাছি এলাকার হতদরিদ্রদের খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন সেনাবাহিনীর সদস্যরা। নগদ অর্থ ও খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে বিতরণ করা হয়েছে।

যশোর সেনানিবাসের ১৯ ইস্টবেঙ্গল ৫৫ ডিভিশনের ক্যাপ্টেন ইমরানের নেতৃত্বে সেনাবাহিনী সদস্যরা করোনা ভাইরাসের কারনে সংকটময় মুহূর্তে খেটে খাওয়া মানুষের মাঝে ত্রাণ ও নগদ অর্থ বিতরণ করেন।

এসময় ক্যাপ্টেন ইমরান বলেন, করোনা ভাইরাসের কারনে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করার জন্য সকলের এগিয়ে আসা উচিত। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী সংকটময় মুহূর্তে দেশ ও জনগনের পাশে ছিলো এবং থাকবে।

তিনি আরো জানান, সেনাবাহিনী এ খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

দর্শনা রেল বাজারের প্রবেশ মুখে জীবনু-নাশক টানেল উদ্বোধন

দর্শনা রেল বাজারে প্রবেশ মুখে স্বাস্থ্য বিধি সুরক্ষায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের পক্ষ দর্শনা রিক্সা স্ট্যান্ড বটতলায় থেকে জীবনু- নাশক স্প্রে টানেলের উদ্বোধন করলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

বৃস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টায় উদ্বোধনের পর জীবনু-নাশক স্প্রে টানেলের কার্যক্রম শুরু হয়। ফলে রেল বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতারা জীবানুমুক্ত হয়ে বাজারে স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে নির্বিঘ্নে বাজারে প্রবেশ করে তাদের কেনা-কাটা করছে।

এছাড়া তিনি সকাল ৯টায় দর্শনা অংকুর কেজি স্কুল মাঠে কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য উপহার প্রদান করেন। এরপর জীবনু-নাশক স্প্রে টানেল উদ্বোধন শেষে চুয়াডাঙ্গার উদ্যেশে চলে যান।

বাজার কমিটির উদ্যোগে বাজারের সব কয়টি প্রবেশ মুখে জীবানু-নাশক দিয়ে চটের বস্তা ভিজিয়ে রেখেছে এবং যুব ফোরামের মাধ্যমে প্রত্যেক ক্রেতা-বিক্রেতাদের হাতে স্যানিটাইজ লাগিয়ে দিচ্ছে। এছাড়া বাজারে শিশু ও বৃদ্ধদের প্রবেশ নিষেধ করছেন। সবচেয়ে এবার রমজানের বাজার ব্যবস্থাপনায় করোনা মুক্ত রাখতে তাদের এ উদ্যোগ বেশ প্রসংশা পেয়েছে।

এছাড়া বাজারের ভিতর বাই-সাইকেল, মোটর-সাইকেল, ভ্যান, রিক্সা, আলমসাধু ও অটোরিক্সা প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ফলে ক্রেতারা নির্বিঘ্নে তাদের দুরুত্ব বজায় রেখে কেনা কাটা করতে পারছে।

জীবনু-নাশক স্প্রে টানেলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলার চেয়ারম্যান আলী মুছুর বাবু, উপজেলা নিবার্হী অফিসার এস এস মুনিম লিংকন, দর্শনা দোকান মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সাবির হোসেন মিকা, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের অর্থ পরিচালক আমিরুল ইসলাম ও সমন্বয়কারী কিতাব আলী প্রমুখ।